ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল ও গ্রাম আদালত আইন

[সর্বশেষ সংশোধনী, ধারার বিশ্লেষন সহ]

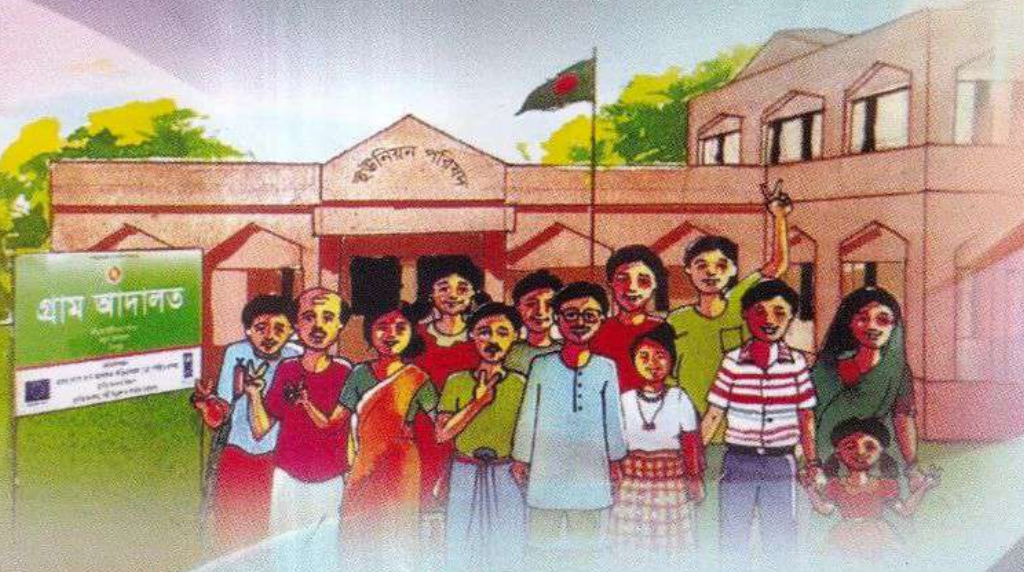

মোঃ আবু তাহের

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচিপত্র

[Table of Contents]

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক শর্তাবলী

ক্রমিক	ধারা-বিধি	বিষয় (Subjects)	পৃষ্ঠা
		দ্বিতীয় অধ্যায়	
		গ্রাম আদালত বিধানাবলী	
১.০০	১-৩	গ্রাম সরকার [রহিতকরণ] আইন, ২০০৯	
২.০০	১-২১	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)	১
৩.০০	১-৩৫	গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬	১৩
৩.০১	১-১১ নং	ফরমসমূহ	২৫
৪.০০	তফসিলের ধারাসমূহ	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলভুক্ত বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আইনসমূহ	৪৬
		তৃতীয় অধ্যায়	
		পারিবারিক আদালত বিধানাবলী	
১.০০	১-২৭	পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫।	৫৫
২.০০	১-১১	পারিবারিক আদালত বিধিমালা, ১৯৮৫।	৬৯
৩.০০	১-১৩	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১।	৭১
৪.০০	১-১৭	মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১।	৭৭
৫.০০	১০৪১	মুসলিম বিবাহ ও তালাক [নিবন্ধন] বিধিমালা, ২০০৯।	৮১
৫.০১	ক – ঞ	ফরমসমূহ।	৯৪
		চতুর্থ অধ্যায়	
		গবাদিপশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ	
১.০০	...	গবাদিপশু [অনাধিকার প্রবেশ] আইন, ১৮৭১।	১০২
১.০১	১-৩	প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রারম্ভিক (Commencement)।	১০২
১.০২	৪-৯	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খোয়াড় ও খোয়াড়রক্ষক।	১০২
১.০৩	১০-১২	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গবাদি পশু খোয়াড়ে প্রদান।	১০৩
১.০৪	১৩-১৯	চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গবাদি পশু প্রত্যাপর্ণ বা বিক্রয়।	১০৪
১.০৫	২০-২৩	পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বেআইনীভাবে গবাদি পশু ধরা ও আটক করা সম্পর্কিত অভিযোগ।	১০৭
১.০৬	২৪-২৮	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শাস্তি (Punishment)।	১০৮
১.০৭	২৯-৩০	সপ্তম পরিচ্ছেদ : ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা।	১০৯
১.০৮	৩১-৩৩	অষ্টম পরিচ্ছেদ : অতিরিক্ত বিধান।	১০৯

পঞ্চম অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ আইন

১.০০	১-১০৮	স্থানীয় সরকার [ইউনিয়ন পরিষদ] আইন, ২০০৯। (সংশোধিত ২০১৫)	১১১
১.০১	১-২	প্রথম অধ্যায় : প্রারম্ভিক (Commencement)।	১১১
১.০২	৩-৭	দ্বিতীয় অধ্যায় : ওয়ার্ড (Words)।	১১৫
১.০৩	৮-১৮	তৃতীয় অধ্যায় : পরিষদ (Parishad)।	১১৮
১.০৪	১৯-২১	চতুর্থ অধ্যায় : চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন।	১২৫
১.০৫	২২-২৫	পঞ্চম অধ্যায় : নির্বাচনী বিরোধ।	১২৭
১.০৬	২৬-২৭	ষষ্ঠ অধ্যায় : যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।	১২৯
১.০৭	২৮-৪১	সপ্তম অধ্যায় : পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সম্পর্কিত বিধান।	১৩১
১.০৮	৪২-৫০	অষ্টম অধ্যায় : পরিষদের সভা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী।	১৩৭
১.০৯	৫১-৫৬	নবম অধ্যায় : পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ও তহবিল।	১৪৪
১.১০	৫৭-৬১	দশম অধ্যায় : বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা।	১৪৭
১.১১	৬২-৬৪	একাদশ অধ্যায় : পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।	১৪৯
১.১২	৬৫-৭০	দ্বাদশ অধ্যায় : পরিষদের করারোপ।	১৫১
১.১৩	৭১-৭৭	ত্রয়োদশ অধ্যায় : সরকারের ক্ষমতা।	১৫২
১.১৪	৭৮-৮১	চতুর্দশ অধ্যায় : তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।	১৫৬
১.১৫	৮২-৮৬	পঞ্চদশ অধ্যায় : টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ।	১৫৭
১.১৬	৮৭-৯২	ষোড়শ অধ্যায় : অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অপরাধ. দণ্ড ইত্যাদি।	১৫৮
১.১৭	৯৩-১০৮	সপ্তদশ অধ্যায় : বিবিধ (Miscellaneous)।	১৬০
১.১৮	১ম - ৫ম	তফসিলসমূহ (Schdules)।	১৬৫
২.০০	১-২	স্থানীয় সরকার [ইউনিয়ন পরিষদ] সংশোধন] আইন, ২০১০	১৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ বিধিসমূহ

১.০০	১-৭০	স্থানীয় সরকার [ইউনিয়ন পরিষদ] নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০। [সংশোধিত ২০১৬]	১৭৪
১.০১	১-৩	প্রথম অধ্যায় : প্রারম্ভ (Commencement)।	১৭৪
১.০২	৪-৪৬	দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচন পরিচালনা।	১৭৭
১.০৩	৪৭-৫২	তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচনী ব্যয়।	২০০
১.০৪	৫৩-৬৮	চতুর্থ অধ্যায় : নির্বাচনী বিরোধ।	২০৩

১.০৫	৬৯-৮৭	পঞ্চম অধ্যায় : অপরাধ, দণ্ড ও পদ্ধতি।	২০৭
১.০৬	৮৮-৯৩	ষষ্ঠ অধ্যায় : বিবিধ (Miscellaneous)।	২১৮
১.০৭	১ম-৪র্থ	তফসিলসমূহ (Schdules)।	২২২
২.০০	১-১১	ইউনিয়ন পরিষদ [নির্বাচন আচরণ] বিধিমালা, ২০১৬।	২৮৪

সপ্তম অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী ব্যবস্থাপনা

১.০০	১-১১	ইউনিয়ন কাউন্সিল [সচিবদের নিয়োগ ও দায়িত্বাবলী] বিধিমালা, ১৯৬০।	২৯২
২.০০	১-৭	স্থানীয় পরিষদ কর্মচারী [বিনোদন ভাতা] বিধিমালা, ১৯৬৫।	২৯৪
৩.০০	১-৮	ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী [ছুটি] বিধিমালা, ১৯৬৮।	২৯৮
৪.০০	১-২৪	স্থানীয় পরিষদ কর্মচারী [আচরণ] বিধিমালা, ১৯৬৯।	২৯৮
৫.০০	১-১২	স্থানীয় পরিষদ কর্মচারীদের [দক্ষতা ও শৃঙ্খলা] বিধিমালা, ১৯৬৮।	৩০৫
৬.০০	১-৯	স্থানীয় সরকার [সদস্য ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ] বিধিমালা, ১৯৬০।	৩১১
৭.০০	১-১০	ইউনিয়ন কাউন্সিল [গ্রাম পুলিশ বাহিনী] বিধিমালা, ১৯৬০।	৩১৩
৮.০০	১-১৪	স্থানীয় পরিষদ কার্যবিধি, ১৯৬৩।	৩২৫
৯.০০	১-৮	স্থানীয় সরকার [আপীল] বিধিমালা, ১৯৬০।	৩২৯
১০.০০	১-৩	স্থানীয় পরিষদের সদস্য ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।	৩৩১
১১.০০	---	Public Servants [Retirement] [Amendment] Ordinance, 2009.	৩৩৭

অষ্টম অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক বিধিসমূহ

১.০০	১-২	শপথ গ্রহণ [ইউনিয়ন পরিষদ] বিধিমালা ১৯৮৩।	৩৩৯
২.০০	১-৩	ইউনিয়ন পরিষদ [চেয়ারম্যান ও সদস্যের সম্মানী ভাতা] বিধিমালা, ১৯৮৫।	৩৪০
৩.০০	১-১৬	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য [পদত্যাগ, অপসারণ ও পদশূণ্য] বিধিমালা, ১৯৮৪।	৩৪১
৩.০১	১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।	৩৪১
৩.০২	২	সংজ্ঞাসমূহ।	৩৪১
৩.০৩	৩	চেয়ারম্যান এবং সদস্যের পদত্যাগ।	৩৪১
৩.০৪	৪	বিশেষ সভা আহ্বানের পদ্ধতি।	৩৪১
৩.০৫	৫	কারণ দর্শানোর নোটি।	৩৪১

৩.০৬	৬	বিশেষ সভার সময় এবং স্থান।	৩৪২
৩.০৭	৭	বিশেষ সভা স্থগিত।	৩৪২
৩.০৮	৮	প্রস্তাব গ্রহণ।	৩৪২
৩.০৯	৯	কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব বিবেচনা।	৩৪২
৩.১০	১০	ভোগ গ্রহণ পদ্ধতি।	৩৪৩
৩.১১	১১	গৃহীত প্রস্তাব সরকারের নিকট দাখিল।	৩৪৩
৩.১২	১২	সরকারের অনুমোদন।	৩৪৩
৩.১৩	১৩	মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূণ্য।	৩৪৪
৩.১৪	১৪	বিজ্ঞপ্তির কপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ।	৩৪৪
৩.১৫	১৫	রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।	৩৪৪
৩.১৬	১৬	চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন।	৩৪৪
৩.১৭	তফসিল	ভোটিং পেপার।	৩৪৪
৪.০০	১-২৯	চাকুরী [বেতন ও ভাতাদি] আদেশ, ২০০৯।	৩৪৫

নবম অধ্যায়
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট

১.০০	১-১২	ইউনিয়ন পরিষদ [বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন] বিধিমালা, ১৯৬০।	৩৬৬
১.০১	১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।	৩৬৬
১.০২	২	সংজ্ঞা (Definitions)।	৩৬৬
১.০৩	৩	বাজেটের ফরম।	৩৬৬
১.০৪	৪	প্রাপ্তি এবং খরচসমূহের শ্রেণীবিভাগ।	৩৬৭
১.০৫	৫	বাজেটের বিবরণসমূহ।	৩৬৭
১.০৬	৬	বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি।	৩৬৭
১.০৭	৭	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তপক্ষের দ্বারা প্রত্যায়িত।	৩৬৮
১.০৮	৮	অতিরিক্ত ব্যয়ের সময়ন্বয়।	৩৬৯
১.০৯	৯	সমাপনী ব্যালান্স।	৩৬৯
১.১০	১০	সংশোধিত বরাদ্দ।	৩৬৯
১.১১	১১	নির্ধারিত প্রকল্পের জন্য তহবিল।	৩৬৯
১.১২	১২	পরিবর্তনকালীন বিধান।	৩৬৯
১.১৩	ক-গ	ফরমসমূহ।	৩৭০

দশম অধ্যায়
কর আরোপ বিধিমালা

১.০০	১-৪৩	ইউনিয়ন পরিষদ [কর আরোপ] বিধিমালা, ১৯৬০	৩৭৪
১.০১	১-২	প্রথম অধ্যায় : সাধারণ।	৩৭৪
১.০২	৩-২০	দ্বিতীয় অধ্যায় : স্থানীয় কর সম্পর্কীয় বিধান।	৩৭৫

১.০৩	২১-৪৩	তৃতীয় অধ্যায় : ভূমি এবং দালানের বাৎসরিক মূল্যের উপর কর পরিবারের উপর কর, লাইটং রেইট, গ্রাম পুলিশের পারিশ্রমিকের জন্য রেইট, ময়লা নিষ্কাশন রেইট এবং পানি ও জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য রেইট।	৩৮০
২.০০	১-১৫	স্থানীয় কর [ধার্য, সংগ্রহ ও বিতরণ] বিধিমালা, ১৯৬০	৩৮৬
৩.০০	---	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর [জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদসমূহ]।	৩৮৯

একাদশ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবরক্ষণ বিধিমালা

১.০০	---	ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সংরক্ষণ।	৩৯৬
১.০১	---	ভূমিকা।	৩৯৬
১.০২	---	হিসাব সংরক্ষণের সুবিধা।	৩৯৬
২.০০	১-৫০	ইউনিয়ন পরিষদ [হিসাব ও নিরীক্ষা] বিধিমালা, ১৯৬০	৩৯৭
২.০১	১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকারিতা।	৩৯৭
২.০২	২	সংজ্ঞাসমূহ (Definitions)।	৩৯৭
২.০৩	৩	হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি।	৩৯৭
২.০৪	৪	সংশোধন, পরিবর্তন।	৩৯৭
২.০৫	৫	ক্যাশ বই।	৩৯৭
২.০৬	৬	দৈনিক আদায় বহি।	৩৯৮
২.০৭	৭	সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ।	৩৯৮
২.০৮	৮	কর মওকুফ।	৩৯৯
২.০৯	৯	প্রাপ্তি স্বীকারপত্র।	৩৯৯
২.১০	১০	রশিদ বইসমূহ।	৩৯৯
২.১১	১১	ইমারত ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর।	৩৯৯
২.১২	১২	পেশা, ব্যবসা ও ব্যক্তির উপর কর।	৪০০
২.১৩	১৩	পশুর উপর কর।	৪০০
২.১৪	১৪	যানবাহন ইত্যাদির উপর কর।	৪০০
২.১৫	১৫	অন্যান্য কর, রেইট ইত্যাদি।	৪০০
২.১৬	১৬	অনুদান।	৪০১
২.১৭	১৭	ঋণ।	৪০১
২.১৮	১৮	ইউনিয়ন বায়তুলামল।	৪০১
২.১৯	১৯	রশিদ ব্যতীত কোন অর্থ প্রদান করা যাইবে না।	৪০১
২.২০	২০	চেয়ারম্যানের লিখিত আদেশ ছাড়া অর্থ প্রদান করা যাইবে না।	৪০১
২.২১	২১	অনুমোদিত খরচ ব্যতীত কোন অর্থ প্রদান করা যাইবে না।	৪০১
২.২২	২২	২০ টাকা বা অধিক প্রদানের ক্ষেত্রে চেক প্রদান করিতে হইবে।	৪০২

দ্বাদশ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম

১.০০	১-৯	ইউনিয়ন কাউন্সিল [উন্নয়ন পরিকল্পনা] বিধিমালা, ১৯৬০।	৪২৬
২.০০	১-১৫	স্থানীয় কাউন্সিল [জাতীয় পূর্ণগঠন, কৃষি, শিল্প ও সমাজ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম] বিধিমালা, ১৯৬৩।	৪২৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ বিধিমালা

১.০০	১-১২	স্থানীয় পরিষদ [চুক্তি] বিধিমালা, ১৮৯১।	৪৩৩
২.০০	১-৫	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা [বিশেষ দায়িত্ব] অধ্যাদেশ ১৯৯৫।	৪৩৫
৩.০০	১-৯	ইউনিয়ন কাউন্সিল [সম্পত্তি] বিধিমালা, ১৯৬০।	৪৩৭
৪.০০	১-৬	ইউনিয়ন পরিষদ [ঘোষণা ও সীমা পুন:নির্ধারণ] বিধিমালা, ১৯৮৩।	৪৪১
৫.০০	---	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পৃক্ত কার্যাবলী।	৪৪৪

চতুর্দশ অধ্যায়

বিভিন্ন কর্মসূচী ও নীতিমালা

১.০০	১-৫	সরকারী হাট-বাজার ইজারা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ১৯৯৬।	৪৭৫
২.০০	১-৭	হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বণ্টন সম্পর্কে নির্দেশিকা।	৪৮৩
৩.০০	১-৭	হস্তান্তরিত জলমহাল ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বণ্টন সম্পর্কে নির্দেশিকা।	৪৮৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ব্যবস্থাপনা

১.০০	---	অফিস ব্যবস্থাপনা।	৪৯২
২.০০	---	ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়ন।	৫০৬
		ইউনিয়ন পরিষদ [হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১২	৫২৫
		ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল, ২০১৩ -----	৫৪৯
		ইউনিয়ন পরিষদ (সম্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২	৫৫৮
		ইউনিয়ন পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ২০১২	৫৬১
		ইউনিয়ন পরিষদ কার্যবিধিমালা, ২০১২	৫৬৬
		ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা, ২০১৩	৫৭২
		ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯	৫৮১
		স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫	৫৮৯

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ১৯ নং আইন)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**– (১) এই আইন গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে

(৩) ইহা কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকয় প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) **"আমলযোগ্য অপরাধ"** অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত Cognizabe Offence;

*[(খ) "ইউনিয়ন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন";]

*[(গ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;" ।]

(ঘ) **"এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ"** অর্থ যে সহকারী জজের এখতিয়ারভুক্ত সীমানার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি অবস্থিত সেই সহকারী জজ এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক সহকারী জজ রহিয়াছেন সেইক্ষেত্রে অনুরূপ কনিষ্ঠতম সহকারী জজ;

(ঙ) **"গ্রাম আদালত"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত গ্রাম আদালত;

(চ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ছ) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের তফসিল;

(জ) **"দণ্ডবিধি"** অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860);

(ঝ) **"দেওয়ানী কার্যবিধি"** অর্থ (Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);

(ঞ) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) **"পক্ষ"** অর্থে এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার উপস্থিতি কোন বিবাদের সঠিক মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং গ্রাম আদালত যাহাকে অনুরূপ বিবাদের একটি পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করে;

(ঠ) **"ফৌজদারী কার্যবিধি অথ"** Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ড) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) **"সিদ্ধান্ত"** অর্থ গ্রাম আদালতের কোন সিদ্ধান্ত;

---

* ধারা (২) এর দফা (খ) গ্রাম আদালত সংশোধন আইন ২০১৩ ধারা সংশোধিত।

* ধারা (২) দফা (গ) গ্রাম আদালত সংশোধন আইন ২০১৩ দ্বারা সংশোধিত।

৩। গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা।– (১) ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অত:পর ভিন্ন রকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

* [(২) "গ্রাম আদালতে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন ফৌজদারী মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মমালায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোন সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোন আদালতে কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন"] অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলা ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদি-

(ক) উক্ত মামলায় কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;

(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

৪। গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন।– (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে বিরোধের যে কোন পক্ষ উক্ত মামলা বিচারের নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, লিখিত কারণ দর্শাইয়া উক্ত আবেদনটি নাকচ না করিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি গ্রাম আদালত গঠন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন না মঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করিতে পারিবেন।

*[(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন রিভিশনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন"।]

---

* গ্রাম আদালতের তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ৌজদারী মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোন সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে গ্রাম আদালত অন্য কোন আদালত কর্তৃক নত বা

* উপ-ধারা (৩) গ্রাম আদালত আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) দ্বারা সংযোজিত।

৫। **গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি।**– (১) একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মোট চারজন সদস্য লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে।

* ["তবে আরো শর্ত তাকে যে, তফসিলের প্রথম অংশ বর্ণিত ফৌজদারী মামলার সহিত নাবালক এবং তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সহিত কোন নারীর স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।"];

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি কোন কারণবশত: চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হন কিংবা তাঁহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বিবাদের কোন পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের পক্ষের জন্য দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে আহ্বান জানাইবেন এবং যদি তাঁহারা অনুরূপ মনোনয়ন দানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিবাদের কোন পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

*[(৫) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে]–

(ক) আবেদনকারী সদস্য মনোনয়ন প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান লিখিতভাবে এইরূপ ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করিয়া; অথবা

(খ) প্রতিবাদী সদস্য মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, আবেদনকারী বিচারযোগ্য বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করিতে পারিবেন মর্মে চেয়ারম্যান, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সনদ প্রদান করিয়া আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিবেন।"।

৬। **গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি।**– (১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণত: সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের থাকিবে।

---

* শর্তাংশ গ্রাম আদালত সংশোধন আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) দ্বারা সংযোজিত।

* উপ-ধারা (৫) গ্রাম আদালত সংশোধন আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের একপক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে।

*["৬ক। **মামলা দায়েরের সময়সীমা**।- Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলের—

(ক) প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে; এবং

(খ) দ্বিতীয় অংশের ক্রমিক নং ৩ এ বর্ণিত দেওয়ানী মামলা ব্যতীত অন্যান্য দেওয়ানী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মামলার কারণ উদ্ভব হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৬খ। প্রাক বিচার।- (১) ধারা ৫ এর অধীন গ্রাম আদালত গঠিত হইবার অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত অধিবেশনে গ্রাম আদালত উভয় পক্ষের শুনানী করিয়া মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হইলে, উক্তরূপ উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি হইলে, মীমাংসার শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক উভয়পক্ষ যৌথভাবে একটি আপোষনামা স্বাক্ষর বা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন এবং সাক্ষী হিসাবে উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ আপোষনামায় স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আপেষনামা স্বাক্ষরিত হইলে, গ্রাম আদালত নির্ধারিত ফরমে উহার আদেশ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্তরূপ আদেশ গ্রাম আদালতের আদেশ বা ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন আপোষনামার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।

৬গ। মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা।- (১) ধারা ৬খ এর অধীন কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবে :

---

* উপ-ধারা ৬ক, ৬খ, ৬গ গ্রাম আদালত সংশোধন আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) দ্বারা সংযোজিত।